নিহত জামালের বাবার আক্ষেপ, 'যেখানে ছেলের লাশ দাফন করার অধিকার নেই। সেখানে কার বিরুদ্ধে মামলা করব?'

রূপগঞ্জে এখনো দুজন নিখোঁজ মামলা নয়, জিডি নিয়েছে থানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে সেনাবাহিনীর আবাসন প্রকল্পের জন্য জমি কেনা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় এখনো দুজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

নিখোঁজ দুজন হলেন রূপগঞ্জ উপজেলার রূপগঞ্জ ইউনিয়নের বাড়িয়াছনী এলাকার শহর আলীর ছেলে আবদুল আলী মাসুদ (৩২) ও লেহাজউদ্দিনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (২২)। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২৩ অক্টোবরের ঘটনায় তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। র‍্যাব তাঁদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত লাশ পাওয়া যায়নি। থানা হত্যা মামলা না নিয়ে জিডি লিখে তাতে নিখোঁজ দুই যুবকের বাবার সই নেয়।

এদিকে সংঘর্ষের চার দিন পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। গ্রেপ্তার আতঙ্কে এলাকার অনেক মানুষ এখনো এলাকাছাড়া। সন্ধ্যার পর কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়ন ভুতুড়ে এলাকায় পরিণত হয়।

নিখোঁজ মাসুদের বাবা শহর আলী জানান, শনিবার সকালে তাঁর ছেলে ফলের দোকান বন্ধ করে ইছাপুরা ব্রিজের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

দুজন নিখোঁজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাছে এলাকাবাসীর মিছিল দেখতে যায়। সেখানে মিছিলে গুলি হলে মাসুদ আহত হয়। পরে র‍্যাবের সদস্যরা তার লাশ গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। এর পর থেকে অনেক খুঁজেও ছেলের সন্ধান মেলেনি। তিনি জানান, প্রথম দিন থানায় মামলা করতে গেলেও পুলিশ তা নেয়নি। দ্বিতীয় দিন দুই ঘণ্টা থানায় বসিয়ে রেখে পুলিশ জানায়, এভাবে লিখলে জিডি হবে না। পরদিন (মঙ্গলবার) বেলা সাড়ে ১১টায় থানায় গেলে পুলিশ একটি অভিযোগ লিখে সেখানে তাঁর সই নেয়। অভিযোগে লেখা হয়, মাসুদ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। অভিযোগটি জিডি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

একই এলাকার নিখোঁজ সাইদুল ইসলামের বাবা লেহাজউদ্দিন অভিযোগ করেন, 'শনিবার সকালে বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে আমার ছেলে নিখোঁজ হয়—এমন অভিযোগ লিখে পুলিশ আমার কাছ থেকে সই নেয়। আমরা ওই দিনের ঘটনা উল্লেখ করে অভিযোগ করি, ইছাপুরা ব্রিজের কাছে এলাকাবাসীর মিছিলে র‍্যাব গুলি চালালে সাইদুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়। র‍্যাবের সদস্যরা তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। এরপর তার সন্ধান বা লাশ পাওয়া যায়নি। এই অভিযোগ করতে চাইলে পুলিশ নিখোঁজ হয়েছে উল্লেখ করে জিডি গ্রহণ করে।' ছেলের খোঁজ না পেয়ে সাইদুলের মা সাজেদা বেগম বারবার মূর্ছা যান।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফোরকান শিকদার পুলিশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন। উপজেলার পূর্বগ্রাম এলাকার বাসিন্দা সোহেল রানা ও চান মিয়া জানান, সন্ধ্যার পর এলাকায় কারফিউর মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। গ্রেপ্তার আতঙ্কে বেশির ভাগ পুরুষ বাড়িতে থাকে না।

গ্রামবাসী জানান, সোমবার রাত সাড়ে ১১টায় পূর্বগ্রাম ও রূপগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসংলগ্ন সেনাক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর মালামাল বেসরকারি তিনটি ট্রাকে করে র‍্যাব-পুলিশের পাহারায় সেনাসদস্যরা সরিয়ে নিয়ে যান। ওই সময় মাইকিং করে বলা হয়, রাত নয়টার পর কেউ ঘর থেকে বের হবেন না।

গ্রামবাসী আরও জানান, গুলিবিদ্ধ মোস্তফা জামালের মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় সাংসদ গোলাম দস্তগীর গাজীসহ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কোনো নেতা তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাতে আসেননি। জামাল হত্যার পর মামলাও করা যায়নি। জামালের বাবা আবদুর রফিক গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'যেখানে ছেলের লাশ দাফন করার অধিকার নেই। সেখানে কার বিরুদ্ধে মামলা করব?'

রূপগঞ্জ থানার ওসি জানান, নিখোঁজের ঘটনায় থানায় দুটি জিডি নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। র‍্যাব ও পুলিশের মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

সেনাক্যাম্পে পড়ে আছে আহত এক ব্যক্তি (বাঁয়ে), এই হেলিকপ্টারে করে সেনাসদস্যদের সরিয়ে নেওয়া হয় ● ছবি : প্রথম আলো

র‍্যাব ও পুলিশের পর সেনাবাহিনীর মামলা

রূপগঞ্জে আবার আতঙ্ক

কেউ কেউ দিনের বেলা ফিরে এলেও রাতে অন্যত্র চলে যায়। রাতে এলাকা থমথমে হয়ে যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ ও র‍্যাবের পর এবার মামলা করেছে সেনাবাহিনী। ঘটনার ছয় দিন পর গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকা সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিট-৩৪-এর ওয়ারেন্ট অফিসার আমিনুর রহমান বাদী হয়ে এ মামলা করেন।

মামলার এজাহারে ওই ঘটনায় উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সেনাবাহিনী দুই দফা গুলিবর্ষণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া জমি কেনার জন্য বসানো ক্যাম্পগুলোকে অস্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

রূপগঞ্জের বাসিন্দারা জানান, একটি ঘটনা নিয়ে এভাবে র‍্যাব-পুলিশ-সেনাবাহিনীর একের পর এক মামলায় এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সেনা আবাসন প্রকল্পের জন্য জমি কেনা নিয়ে সহিংস ঘটনায় এখন পর্যন্ত নিখোঁজ তিনজনের সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ পরিবারগুলোর অভিযোগ, পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা নেয়নি। সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নিয়েছে। এ ঘটনায় একজন নিহত হলেও সে ব্যাপারে কোনো মামলা হয়নি।

এলাকার লোকজন জানান, এলাকাবাসী ঘরে ফিরে আসার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তারপরও আতঙ্কে অনেকেই এলাকায় ফিরে আসেনি। এসব লোকের মধ্যে নতুন করে গ্রেপ্তার-আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শামসুল আলম জানান, এলাকার লোকজন কেউ কেউ এলাকায় দিনের বেলায় ফিরে এলেও তাঁরা রাতের বেলায় অন্যত্র চলে যায়। রাতে পুরো এলাকা থমথমে হয়ে যায়।

রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ছনি, বাড়িয়া ছনি, গোয়ালপাড়া, বাগবের, টেকবাড়ি, দক্ষিণবাগ, কেয়ারিয়া, বেইলার টেক, গুতিয়াবো, বিংরাবো, জাঙ্গীর, তানমুণ্ডরি, গুইরাবো, সাবাসপুর, দক্ষিণ নবগ্রাম,

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

র‍্যাব ও পুলিশের পর সেনাবাহিনীর মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপগঞ্জ ও কায়েতপাড়া ইউনিয়নের পূর্বগ্রামসহ বেশির ভাগ এলাকার মানুষ এখন আতঙ্কে। গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁরা অন্যত্র অবস্থান করছেন। সন্ধ্যার পর সব এলাকা নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে পড়ছে।

আবুল হোসেন নামে তানমুশরির এক বাসিন্দা জানান, ডেমরা-ইছাপুরা সড়কের পাশের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকছে। লোকজনের চলাচলও কম। ভয়ে কেউ সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না।

রূপগঞ্জ থানা সূত্র জানায়, র‍্যাব-১১-এর করপোরাল মোশাররফ হোসেনের মাধ্যমে পাওয়া লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁরা মামলাটি করেন। মামলায় সেনাসদস্যদের মারধর, হত্যার চেষ্টা, সেনাক্যাম্পে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়। এতে অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনকে আসামি করা হয়। সেনাবাহিনীর মামলায় রূপগঞ্জ এএইচএস প্রকল্পের তানমুশুরি আর্মি ক্যাম্প, নাওরা ক্যাম্প, পূর্বগ্রাম ক্যাম্প, রায়রা ছনি ক্যাম্প ও প্রজেক্ট অফিসে কর্তব্যরত ১৩৮ সেনাসদস্যকে ঘটনার সাক্ষী করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর মামলায় বলা হয়, এ বছরের শুরুতে সেনা আবাসন সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক আর্মি হাউজিং স্কিম (এএইচএস) নামের একটি প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় জমির মালিকদের কাছ থেকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধে জমি কেনার কার্যক্রম চলছিল। কয়েক মাস ধরে স্থানীয় একটি স্বার্থান্বেষী মহল ওই প্রকল্পের কাজে বিভিন্ন ধরনের বাধা সৃষ্টি করছিল। মহলটি স্থানীয় জমির মালিক ও এলাকাবাসীকে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা দিয়ে উসকে দিয়ে এএইচএস তথা সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ ও ভীতিকর ধারণা সৃষ্টি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ ও ২০ অক্টোবর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এএইচএস কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা হয়।

এজাহারে সহিংস ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়, শনিবার (২৩ অক্টোবর) ভোর পাঁচটা থেকে উপজেলার বাড়িয়াছনি, তানমুশুরি ও পূর্বগ্রামসহ আশপাশের এলাকার কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক ও সন্ত্রাসী রূপগঞ্জ-খিলক্ষেত ও রূপগঞ্জ-ডেমরা সড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। সকাল ছয়টায় গ্রামবাসী ও বহিরাগতরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উত্তেজনামূলক বক্তব্য ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অশ্লীল স্লোগান দিয়ে পূর্বগ্রাম, বাড়িয়াছনি ও মুশুরি অস্থায়ী সেনা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় ক্যাম্প কমান্ডার সেনাসদস্যদের ধৈর্য্য ধরার নির্দেশ দেন। এসব লোক ভাড়াটে, তাদের আগে ওই এলাকায় দেখা যায়নি বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, সকাল ১০টায় অজ্ঞাত ৫০-৬০ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তানমুশুরি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে অবৈধভাবে প্রবেশ করে সেনাসদস্যদের মারপিট, ক্যাম্পে অগ্নিসংযোগ, ক্যাম্পের মালামাল লুটপাট করে। একপর্যায়ে ক্যাম্পে রাখা অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করার চেষ্টা করা হয়। তখন তাদের হামলায় তিন সেনাসদস্য গুরুতর আহত হন। বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্প এলাকায় পার্ক করা দুটি জিপ ও একটি পিকআপ ভাঙচুর করে। তখন সেনাসদস্যরা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করলে হামলাকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে যায়।

বেলা ১১টায় উচ্ছৃঙ্খল ও সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধ হয়ে সেনাক্যাম্পে বাদীসহ অন্য সেনাসদস্যদের হত্যা, লুটপাট সেনাক্যাম্প পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো চারদিক থেকে আক্রমণ চালায়। এ সময় আত্মরক্ষা ও সরকারি সম্পদ রক্ষার জন্য সেনাসদস্যরা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করেন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা তাতেও নিবৃত্ত না হওয়ায় সেনাসদস্যরা আবারও ফাঁকা গুলিবর্ষণ করেন। এ সময় ক্যাম্পের মধ্যে আহতাবস্থায় একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহত একজন বেসামরিক ব্যক্তি ও আহত তিন সেনাসদস্যকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে চাইলেও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা রাস্তায় অবরোধ ছাড়তে রাজি হয়নি। বিকেল তিনটায় সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করার সময় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারের সহায়তায় আহতদের ঢাকার সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়।

বেলা সাড়ে তিনটায় চারটি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলে বিক্ষোভকারীরা মালামাল লুটপাট করে সেনাক্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করে। জনতা একটি গাড়িতে আগুন দেয়, তিনটি জিপ, পিকআপ, একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। এ ছাড়া ক্যাম্পের জিনিসপত্র লুট করে। এতে ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মামলায় দাবি করা হয়। মামলায় সেনাক্যাম্পে থাকা ১৩৮ জন সেনাসদস্যকে সাক্ষী করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, ওই ঘটনার সময় সেনাবাহিনীর গুলি করার ব্যাপারে তাদের কিছু জানানো হয়নি। মামলা করার পরই তারা বিষয়টি জানতে পারে।

সূত্র জানায়, মামলায় দুই দফা গুলিবর্ষণের কথা বলা হলেও ঘটনার দিন আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো সেনাসদরের বক্তব্যে বলা হয়েছিল, 'সেনাসদস্যদের কাছ থেকে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুর্ঘটনাবশত কয়েকটি গুলি বেরিয়ে যায়। এতে একজন বেসামরিক লোক আহত হন।' এ ছাড়া ঘটনার দিন সেনাসদরের বক্তব্যে ক্যাম্পগুলোকে 'অস্থায়ী অফিস' বলা হলেও গতকাল মামলায় উল্লেখ করা হয় 'অস্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প' হিসেবে।

একই ঘটনা নিয়ে দুই ধরনের মন্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে আইএসপিআরের কর্মকর্তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফোরকান শিকদার জানান, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ৫০-৬০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তা ছাড়া ব্যবসায়ী জুলহাস মিয়া লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তাঁর বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে ২০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে তিনি এ অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ২৩ অক্টোবর রূপগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়। এখনো তিনজন নিখোঁজ বলে গ্রামবাসী জানিয়েছে।

...র্ঘট প্রত্যাহার

...াইটসূচি বিপর্যস্ত হওয়ায় যাত্রীরা চরম ...ী বাংলাদেশি শ্রমিকেরা পড়েন সবচেয়ে

...টদের কর্মবিরতির কারণে বিমান কর্তৃপক্ষ ... বাতিলের ঘোষণা দিলেও গতকাল বিশেষ

...যোগ) খান মোশাররফ হোসেন *প্রথম* ...২৫২ জন যাত্রীসহ সিঙ্গাপুর ফ্লাইট ঢাকা ...কাতা ও সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকা-সিলেট, ...। রাত সোয়া ১২টায় রিয়াদ ফ্লাইট এবং ...লন্ডন ফ্লাইট যাওয়ার কথা রয়েছে। তিনি ...র কথা বিবেচনায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থায়

...টদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিমানের দুই ...হ আলম ও ডেপুটি চিফ অব শিডিউলিং ... করেছেন বলে বাপা সূত্রে জানা গেছে। ... হওয়ার পর বিমান কর্তৃপক্ষ এক লিখিত ... এক দিন আগে চিফ অব টেকনিক্যালের ...য়। আর রেজোয়ান পদত্যাগপত্র দাখিল

...র বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬২ বছর করাকে ...সহ পাঁচ দফা দাবিতে ২০ অক্টোবর সংবাদ ...দেয় বিমান কর্তৃপক্ষকে। পরদিন বিকেল ...ট হিসেবে অতিরিক্ত সময় বিমান চালনা ... চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক পাইলট মাসে ৭০ ...সূচি শুরুর পরপরই বিমানের ফ্লাইটসূচিতে

...ন কর্তৃপক্ষ বাপার সভাপতি, সাধারণ ...নাটিশ ও পরে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত ... রাত নয়টা থেকে অঘোষিত ধর্মঘট শুরু

...১৬৫ কোটি টাকা